

Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

৭৫০ - ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের সময়কালে কনৌজ কেন্দ্রিক ত্রি-শক্তি সংগ্রামের বিবরণ দাও।

গুপ্তভ্রাতৃ পর্বে কনৌজ [বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কানপুর অঞ্চল] হয়ে ওঠে উত্তর ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতির ভরকেন্দ্র। বিশেষ করে অষ্টম ও নবম শতকে কনৌজ হয়ে উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। হর্ষবর্ধনের সময়কালে কনৌজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সুবিশাল সম্রাজ্য। আর এই সময় থেকে কনৌজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস। হর্ষবর্ধনের পরে যোগ্য উত্তরাধিকারের অভাবে কনৌজ কেন্দ্রিক সাম্রাজ্য রাজনৈতিক দিকে থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে আঞ্চলিক রাজ্যগুলি সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। কনৌজের দিকে অগ্রসর হতে থাকে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট-এর মত রাজবংশ। অষ্টম শতকে আঞ্চলিক রাজ্যগুলি সমগ্র উত্তর ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে উদ্যোগ হলে পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আদি-মধ্যযুগের কনৌজ কেন্দ্রিক এই তিন শক্তির দ্বন্দ্ব ত্রি-শক্তি সংগ্রাম নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

হর্ষবর্ধনের সময় থেকে কনৌজ উত্তর ভারতের রাজধানী হয়ে ওঠে। আর কনৌজ একটা সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হয়। তবে হর্ষবর্ধনের উত্তরপর্বে কনৌজের শাসনব্যবস্থার অবনতি ঘটে। কনৌজের প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে আঞ্চলিক রাজারা উত্তর ভারতের ওপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে পূর্ব ভারতের পাল বংশ, পশ্চিম ভারতের প্রতিহার বংশ ও দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট বংশ-এর মত সামন্তরাজারা এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষে অগ্রসর হন পাল রাজা ধর্মপাল। পাল বংশের রাজা গোপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। আনুমানিক ৭৭০ [মতান্তরে ৭৭৫] খ্রীষ্টাব্দ। ধর্মপাল ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সাম্রাজ্যবাদী। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে শুধুমাত্র পূর্ব ভারতে নয় সমগ্র উত্তর ভারতের ওপর সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রহী হয়ে ওঠেন। ততদিনে কনৌজ হয়ে ওঠে সমগ্র উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্যে প্রতীক। তাই ধর্মপালের লক্ষ্য হয়ে ওঠে কনৌজ বিজয়। কনৌজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অগ্রসর হন। জয় করেন মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ-এর মত রাজ্য। অন্যদিকে পশ্চিম ভারতের দিক থেকে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন প্রতিহার রাজা বৎসরাজ [৭৭৫-৮০০খ্রী:]। কনৌজকে কেন্দ্র করে পাল ও প্রতিহার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে ধর্মপাল পর্যুদস্ত হন। কনৌজ দখল করতে সফল হন বৎসরাজ। কাল বিলম্ব না করে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম সার্বভৌম রাজা ধ্রুব [৭৮০-৭৯৩খ্রী:] উত্তর ভারতের সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অগ্রসর হলে বৎসরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বৎসরাজ পরাজিত হন। তবে রাজা ধ্রুব কনৌজের ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার না করে নিজের রাজ্যে ফিরে যান। কনৌজে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, এই শূন্যতার সুযোগে ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধ কে বিতাড়িত করে নিজে আধিপত্য স্থাপন করেন এবং সিংহাসনে চক্রায়ুধ কে প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসরাজ ও ধ্রুবের অনুপস্থিতিতে ধর্মপাল সমগ্র উত্তর ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে অগ্রহী হয়ে ওঠেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় - ধর্মপাল তার স্বাধীনসত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য কনৌজের রাজদরবারে - ভোজ, মৎস, মদ্রক, কুরু, যদু, গান্ধার, যবন ও অবন্তী-র মত রাজারদের আহ্বান করেন। এবং রাজার ধর্মপালের কাছে নিঃশর্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করেন। যদিও এই ঘটনা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবে দেবপালের মুদ্রের তাম্রশাসন-এ এই ঘটনার সমর্থন রয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

[ধর্মপাল + বৎসরাজ+ ধ্রুব = ধর্মপাল]

কনৌজের সিংহাসনে ধর্মপালের স্থায়িত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ত্রিশক্তি সংগ্রাম পুনরায় শুরু হয়ে যায়। ইন্দ্রায়ুধ ধর্মপালের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের জন্য প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের [৮০০-৮২৫ খ্রী:] সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। দ্বিতীয় নাগভট্ট ছিলেন তৎকালীন সময়ে শক্তিশালী শাসক। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সিন্ধু, বিদর্ভ ও অন্ধ্র-এর মত শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। পিতৃ পুরুষের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কনৌজের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রম্মাদেবীকে বিবাহ করেন। ধর্মপাল আত্মীয়তার সূত্রে রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দের [৭৯৩-৮১৪খ্রী:] সঙ্গে প্রতিহার রাজের বিরুদ্ধে জোট গঠন করে দ্বিতীয় নাগভট্টের দিকে অগ্রসর হন। তৃতীয় গোবিন্দ যুদ্ধে দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করে

ধর্মপালকে কনৌজের রাজা বলে স্বীকার করে নেন। তৃতীয় গোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘদিন ধর্মপাল উত্তর ভারতের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হন। হর্ষবর্ধনের পরবর্তী সময়ে ধর্মপাল সমগ্র উত্তর ভারতে শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাল সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তর ভারতের কনৌজ পর্যন্ত বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করার জন্য 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধিও গ্রহণ করেন।

[ধর্মপাল + দ্বিতীয় নাগভট্ট + তৃতীয় গোবিন্দ = ধর্মপাল]

পাল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পায় তাঁর পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০খ্রীঃ)-এর সময় থেকে। মুঙ্গের লেখ থেকে জানা যায় যে - তিনি উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে রামেশ্বরের সেতুবন্ধ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কনৌজ কেন্দ্রিক ত্রিশক্তি সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। কনৌজের ওপর আধিপত্য রক্ষার্থে প্রতিহার রাজ মিহিরভোজের [৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ] সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মিহিরভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তি থেকে জানা যায় - কনৌজ ও কালাঞ্জর-এর যুদ্ধে মিহিরভোজের কাছে পরাজিত হন দেবপাল। পুনরায় দেবপাল মিহিরভোজকে আক্রমণ করে পরাজিত করতে সমর্থ হন। আবার মিহিরভোজ রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম অমোঘবর্ষের [৮১৪-৮৭৮ খ্রীঃ] কাছেও পরাজিত হন, বলে ভাগলপুর লেখ থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া দেবপাল দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপনের জন্য অগ্রসর হলে প্রথম অমোঘবর্ষ বাধা দিলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠেন। এখানে প্রথম অমোঘবর্ষকে পরাজিত করেন পাল রাজা দেবপাল। দেবপালের এই জয়ের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারত ওপর আধিপত্য রক্ষা করতে সক্ষম হন। এবং এই ঘটনার মধ্যদিয়ে ত্রিশক্তি সংগ্রামের মূল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে বলে অনেকে মনে করেন।

[দেবপাল + মিহিরভোজ + প্রথম অমোঘবর্ষ = দেবপাল]

ত্রিশক্তি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ক্ষুদ্র পাল সাম্রাজ্যের রাজ্যের রাজারা সমগ্র উত্তর ভারতের ওপর বিজয় পাতাকা ওড়াতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ সময় কনৌজের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হন। ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার অন্যদিকে আঞ্চলিক শক্তিগুলি দীর্ঘশক্তি ক্ষয়ের ফলে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অনৈক্যের দরুণ বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনাও ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকে।

